যায়যায়দিন

তারিখ ... 26 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

কঠোর শর্তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুমোদন

যুগান্তর রিপোর্ট

যেখানে-সেখানে শাখা খুলে কার্যক্রম চালানোর ব্যাপারে কঠোর শর্তারোপ করে মন্ত্রিসভায় 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকারি অনুদান দেয়ার ইউজিসির প্রস্তাব নাকচ করেছে মন্ত্রিসভা। সোমবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ আইনটি উত্থাপনের সময় মন্ত্রীরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করেন। এ সময় উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে শক্তিশালী 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) পিএসসির আদলে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া জেলা পর্যায়ে এসিড নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কমিটিতে উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বৈঠকে প্যারেড স্কোয়ারে জাতীয় কুচকাওয়াজ (প্যারেড) ২৬ মার্চ স্বাধীনতা

আইন : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

আইন : অনুমোদন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিবসের পরিবর্তে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমল থেকে ২৬ মার্চে জাতীয় প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সূত্রটি জানায়, বৈঠকে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার পোষ্যদের শতকরা ৩০ ভাগ কোটা যথাযথভাবে অনুসরণের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। সিদ্ধান্ত হয়, এই কোটায় প্রার্থী না পাওয়া গেলে তা খালি রাখা হবে। আর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা পরীক্ষায় পাস মার্ক পেলে তাদের দিয়ে কোটা পূরণের জন্য বলা হয়েছে। বৈঠকে সরকারি দফতর, স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্য কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এমনকি এখন থেকে বিচার বিভাগে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে এই কোটা অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা উঠলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে তাদের কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন। মন্ত্রীরা বলেন, শিক্ষার নামে প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ লুটপাটের জঘন্য উদ্দেশ্যে নেমেছে। শিক্ষা প্রদান নয়, তারা বাণিজ্য করছে। শিক্ষাদানের নামে সৃষ্টি করছে সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট। ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির সম্পদের পরিবর্তে বোঝায় পরিণত হবে। দেশে অবস্থান করলে এরা থাকবে বেকার আর বিদেশে গেলে নষ্ট করবে দেশের ভাবমূর্তি। এটা বন্ধ করতে হবে। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এ আলোচনায় অংশ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, এগুলো চেইন স্টোর না লিমিটেড কোম্পানি? জানা গেছে, বৈঠকে জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ঢাকার দিকে অগ্রযাত্রা রোধ করা যাবে বলে মন্ত্রীরা মন্তব্য করেন। প্রস্তাবিত আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আউটার ক্যাম্পাস (ঢাকার বাইরে শাখা) খোলার ব্যাপারে কঠোর শর্তারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আউটার ক্যাম্পাস খুলতে হলে ভিসি, রেজিস্ট্রারসহ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সুযোগ থাকতে হবে। সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে সিদ্ধান্তসমূহ সাংবাদিকদের অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ। তিনি জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। এ সময় তিনি ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি চিত্র তুলে ধরেন। প্রেস সচিব জানান, এ সময়ে অনুষ্ঠিত ৫০টি বৈঠকে মোট ৩১৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ২৩৮টি ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে। এ ছাড়া ৮৯টি আইন অনুমোদন করা হয়েছে। যার ৬৬টি পাস হয়েছে জাতীয় সংসদে। ১৩টি আইন বিবেচনাধীন ও ১০টি প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনি জানান, ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত ৭৯টি সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কোন সিদ্ধান্তের ফাইল যেন আটকে না থাকে। আমরা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাই না। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এ বৈঠক থেকে বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা ২০০৯ সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। এর আগে ১৮ জানুয়ারির বৈঠকে এটি এজেন্ডাভুক্ত করা হলেও পরের বৈঠকে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ জানান, গতকালের মন্ত্রিসভা এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন-২০০৯ সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে। ২০০২ সালে প্রথম এসিড-এর অপব্যবহার রোধে ২২ সদস্যের একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে এটি অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়। বৈঠকে আইনটির খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। বৈঠকে এসিড নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি উচ্চপর্যায়ের জাতীয় কমিটিও গঠন করা হয়। এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি দফতর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার পোষ্যদের শতকরা ৩০ ভাগ কোটা যথাযথভাবে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ও নারী কোটাও যথাযথভাবে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়।